পার্সোনাল কমপিউটিং ; উইণ্ডোজ বিতর্ক

মোস্তাফা জব্বার

[১৯৬৫ সাল থেকে বাংলাদেশে কমপিউটার প্রচলিত। কিন্তু সেই কমপিউটার আশির দশকের আগে সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। ১৯৮১ সালে আইবিএম পিসি এবং ১৯৮৪ সালে মেকিন্টোসের জন্মের পর আমরা, সারা দুনিয়ার সাধারণ মানুষ, কমপিউটারে আগ্রহী হয়ে উঠেছি। সেই আগ্রহের পথ ধরেই এখনো আমরা প্রায়ই বিতর্কে লিপ্ত হই, কি হওয়া উচিত আমাদের জন্য আদর্শ কমপিউটিং প্লাটফরম? আমাদের দেশে মেকিন্টোস ও ডস পার্সোনাল কমপিউটারের জগতে প্রায়ই জায়গা দখলের লড়াইতে লিপ্ত হচ্ছে। ১৯৮৭ সালে আকস্মিকভাবে মেকিন্টোসে টাইপসেট মানের বাংলা প্রচলিত হবার পর এই বিতর্ক প্রবল হয়েছে। এর আগে বস্তুতঃ পার্সোনাল কমপিউটার বলতে আমরা আইবিএম পিসি বুঝতাম। ডসের সুবিধা হলো; দীর্ঘদিন যাবত বিপুল সংখ্যক ব্যবহারকারীর ইন্সটল বেস পাওয়া। শুধু তাই নয়, ম্যাকের যেখানে ২-৩ জন বিক্রেতা, সেখানে পিসি'র বিক্রেতা শত শত। পিসিতে যতো প্রোগ্রামার রয়েছে, ম্যাকে তার শতাংশও এখনো ভাবাই যায় না। পক্ষান্তরে ম্যাকের সুবিধা; সহজে ব্যবহার যোগ্যতা এবং বাংলা। বিশেষ করে আমাদের মুদ্রণ শিল্পে ম্যাকের বাজার একচেটিয়া। ডস ম্যাককে প্রকাশনা জগতে ছোট একটি ধাক্কাও দিতে পারেনি। এমনকি ভারত থেকে প্রকাশনার সফটওয়্যার এনেও ডস প্লাটফরমে প্রকাশনার কোন মার্কেট শেয়ার ডস পায়নি। প্রকাশনা শিল্পের একচেটিয়া বাজার প্রাপ্তির সুযোগে মাত্র ৬ বছরে এদেশের কমপিউটার শিল্পের সাকুল্য ইন্সটল বেসের শতকরা প্রায় ২০ ভাগ পেয়েছে ম্যাক। বাংলাদেশে ম্যাক হচ্ছে সর্বোচ্চ বিক্রিত একক ব্রাণ্ড এর কমপিউটার।

এরই মাঝে ডসের সম্প্রসারণ হিসেবে উইণ্ডোজ এসে দুনিয়া জোড়া একটি বিরাট ধাক্কা দিয়েছে। অনেকে মনে করতে পারেন, উইণ্ডোজ মানে তো ডসেরই খালাতো ভাই। কিন্তু আসলেই কি তাই? উইণ্ডোজের অবয়ব দেখলে একথা মনে করা বড় কঠিন যে, এটি একটি টেক্সট বেসড অপারেটিং সিস্টেমের এক্সটেনশন। বরং উইণ্ডোজ দিনে দিনে প্রবল পরাক্রমশালী গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস (GUI) হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। সাম্প্রতিককালে এমন সব গ্রাফিক্যাল সফটওয়্যার উইণ্ডোজকে প্লাটফরম হিসেবে বেছে নিয়েছে, যার পরে উইণ্ডোজকে আর কেবল একটি সাধারণ গুণ হিসেবে মনে করার কোন কারণ নেই। বাংলাদেশেও উইণ্ডোজে পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে। মেকিন্টোসের বাংলা এসেছে উইণ্ডোজে। যে পার্থক্য ম্যাকের সাথে ডসের আছে, সে পার্থক্য কিন্তু ম্যাকের সাথে উইণ্ডোজের নেই। এখন সারা দুনিয়ার কমপিউটার জগতের প্রশ্ন, সাধারণ মানুষের হৃদয়ে স্থান দখলের লড়াইটা কি ডস-উইণ্ডোজ বনাম মেকিন্টোসের, নাকি ডস বনাম মেকিন্টোস-উইণ্ডোজের?

কি অবস্থা টেক্সটবেসড কমপিউটিং বনাম আইকন বেসড কমপিউটিং-এর? আগামী দিনের কমপিউটিং কি চিত্র নির্ভর হবে, না বর্ণ নির্ভর? গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস জিনিষটা কি? উইণ্ডোজের বাংলা কি ম্যাকের সমকক্ষ হবে? কেন এপল মামলা করেছিলো মাইক্রোসফট এর বিরুদ্ধে? কমপিউটারে বাংলা এবং গ্রাফিক্স ইউজার ইন্টারফেস, উভয় ক্ষেত্রের সাথেই ব্যাপকভাবে পরিচিত মোস্তাফা জব্বার লিখেছেন এ বিষয়ে।]

ছিয়াত্তর সালে আমেরিকার বাজারে প্রথম যখন পার্সোনাল কমপিউটার আসে, তখন তার পরিবেশ ছিলো টেক্সটনির্ভর। আজ যারা আইকন বেসড গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেসের কথা বলেন, বলেন হিউম্যান ইন্টারফেসের কথা, সেই এপল কমপিউটারই টেক্সট বেসড পার্সোনাল কমপিউটারের সূচনা করেছিলো। সিপি এম অপারেটিং সিস্টেম থেকে শুরু করে মাইক্রোসফট ডস ওরফে পিসি ডস কিংবা প্রো ডস বা ইউনিক্স পর্যন্ত কোন ডিস্ক অপারেটিং সিস্টেমই গ্রাফিক্স নির্ভর পরিবেশের কথা ভাবেনি। ১৯৮১ সালে আইবিএম যখন তার নবজাতক পিসির জন্য ডস (ডিস্ক অপারেটিং সিস্টেম) তৈরী করার ফরমায়েস মাইক্রোসফটকে প্রদান করে, তখনও টেক্সট বেসড ডস এর কথাই ভাবা হয়। মাইক্রোসফট তাই পিসি'র জন্য প্রণীত 'ডস' কে পুরোপুরি কী বোর্ড-টেক্সট নির্ভর পরিবেশেই তৈরী করে। পিসি-ডস বা এম. এস. ডস, তাই সেই বর্ণ নির্ভরতার পরাকাষ্ঠা এখনো প্রদর্শন করছে। এর ৩.১ সংস্করণ থেকে সম্প্রতি প্রকাশিত ৬.০ সংস্করণে ডসের কোন ব্যতিক্রম নেই। ডসের নানা সংস্করণে আমরা এর যে উন্নয়ন দেখে আসছি তাতে তার মূল পরিবেশের কোন হেরফের হয়নি। এখনো ডস মানেই স্ল্যাশ, ব্যাক স্ল্যাশ, এ-বি-সি প্রম্পট, অস্টারিক, ডট ইত্যাদি। সঠিকভাবে সিনটেক্স না লিখতে পারাটা যে ডস ব্যবহারকারীর জন্য কি জঘন্য অপরাধ তা বলে বোঝানো যাবে না। ডসের ব্যবহারকারী মাত্রই জানেন, এই পরিবেশে সিনটেক্সের একটি সামান্য ভুলও গ্রহণযোগ্য নয়। আমার মতো সাধারণ ব্যবহারকারীদের কাছে ডস তাই বিভীষিকা। দীর্ঘদিন যাবত ডসের মাঝে বসবাস করেও এখনো সঠিকভাবে ডিস্ক কপি করতে আমার ভুল হয়। এখনো আমি সঠিকভাবে পাথ লিখতে পারিনা। প্রোগ্রাম লোড করার আদ্যাক্ষর গুলোতো মনেই থাকে না। এটি আমার মূর্খতা অথবা ডসের দুর্বোধ্যতা, যাই হোক না কেন, আমরা কমপিউটার প্রফেশনাল যারা নই, তারা কেবল ডস প্রম্পট মুখস্থ করে জীবনটা কাটিয়ে দিতে চাইনা। আমরা মনে করি, কমপিউটার আমাদের হাতের তুলসি। এর দাস হবার কোন বাসনা আমাদের নেই। সুখের বিষয়, দুনিয়া জোড়া পার্সোনাল কমপিউটার ব্যবহারকারীদের মাঝে আমাদের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। আমরা মনে করি, কিছু লোক আমাদের জন্য কমপিউটারের হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার তৈরী করতে থাকবে, আর আমরা বাকী লোক (বৃহত্তর কমপিউটার ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠী) তা ব্যবহার করে সুফল ভোগ করবো। আমরা তাদেরকে নমস্য ব্যক্তি মনে করি, যারা কোনদিনই ডস প্রম্পট টাইপ করতে ভুল করেননি কিংবা ডসে সিনটেক্স এরর এর জন্য সতর্কবাণী শুনেননি। কিন্তু আমরা সকলেই সেই নমস্য ব্যক্তি হবার যোগ্য না থেকে নিজেদের কর্মজীবনে যতো সহজে সম্ভব কমপিউটার ব্যবহার করতে চাই।

সাধারণ ব্যবহারকারীদের এসব নানাবিধ অসুবিধার কথা মনে রেখেই ডসের জন্মের পরপরই ভাবা হয়েছে, বর্ণনির্ভর ডস থেকে চিত্র নির্ভর ডসে যাওয়া যায় কিনা।

রেঙ্ক জেরোক্স কোম্পানির পাওলো আলতো গবেষণাগারে প্রস্তুত এমনি একটি চিত্র নির্ভর ডসের উপর ভিত্তি করে দাঁড়ায় এপল এর লিজা প্রযুক্তি। পার্সোনাল কমপিউটারের জন্য প্রণীত চিত্র নির্ভর ডস সেটিই প্রথম। পয়েন্টিং ডিভাইস হিসেবেও তখনই প্রথম আসে মাউস। সারা দুনিয়ায় যখন বর্ণ নির্ভর ডসের জয় জয়কার তখন স্টিভ জবস চিত্র নির্ভর একটি অপারেটিং সিস্টেম সারা দুনিয়াকে উপহার দিয়ে সেদিন পার্সোনাল কমপিউটিং এর ইতিহাসে একটি স্বর্ণযুগের সূচনা করেছিলেন। আজ জবস কমপিউটারের হার্ডওয়্যারের ব্যবসায় নেই। চিত্রনির্ভর ডিস্ক অপারেটিং সিস্টেম উপহার দেবার জন্যে আজ যখন সেই প্রযুক্তি বিকাশের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছেছে, এই শিল্প তখন হার্ডওয়্যার ব্যবসা থেকে উচ্ছেদ করে বড় নির্মমভাবে তার ঋণ শোধ করেছে। কিন্তু স্টিভ জবসই হলেন এই শিল্পের প্রথম ব্যক্তি যিনি সাধারণ ব্যবহারকারীর কথা ভেবেছিলেন। তিনিই ১৯৮৪ সালে এপল কমপিউটার কোম্পানি থেকে যখন মেকিন্টোস কমপিউটার বাজারে ছাড়েন, তখন সেই লিজা প্রযুক্তিকেই আরো সমৃদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন। টেকনিক্যালি মেকিন্টোস ডসের একটি বড়ো সুবিধাছিলো যে, এটি ৩২ বিট প্রসেসিংকে ধারণ করে জন্ম নিয়েছিলো। মটরোলা কোম্পানির ৬৮০০০ প্রসেসরের ৩২ বিট ক্ষমতাকে সে সময়ে কাজে না লাগালেও মেকিন্টোস অপারেটিং সিস্টেম ৩২ বিটকে সামনে রেখেই যাত্রা শুরু করে। বস্তুত ১৯৮৭ সালে ম্যাক-২ বাজারে ছাড়ার আগে মেকিন্টোসে ৩২ বিট প্রসেসিং এর ক্ষমতাকে কাজে লাগানোর তেমন কোন প্রয়াস ছিলো না। সাম্প্রতিককালে কমপিউটারের হার্ডওয়্যারে ব্যাপক উন্নয়নের সাথে সাথে ডসের ক্ষমতা বাড়ানোর ব্যাপক প্রয়োজনীয়তাও অনুভূত হতে শুরু করেছে। এমনকি মেকিন্টোসেও ৩২ বিট প্রসেসিং ক্ষমতা কাজে লাগানোর প্রবল তাগিদ এসেছে।

প্রথমে ডসে ৩২ বিট প্রসেসিং কাজে লাগানোর সূচনা হয়, ডসকে বর্ণনির্ভর পরিবেশ থেকে চিত্রনির্ভর পরিবেশে রূপান্তরের প্রয়াস থেকে। প্রধানতঃ আমার মতো নবীশ ব্যবহারকারী, যারা কেবলমাত্র কমপিউটারবিদ হতে চাননা, কমপিউটারকে ব্যবহার করতে চান জীবনের সকল কাজে এবং মগজটাকে ডস প্রম্পট দিয়ে সীল করে রাখতে চাননা, তাদের জন্যেই প্রয়োজন হয় চিত্র নির্ভর পরিবেশের। এই সময়ের মাঝে কনজুমার ইলেকট্রনিক্স এর জগতেও জটিল অপারেটিং ম্যানুয়েলের স্থলে চিত্র নির্ভর তাৎক্ষণিক নির্দেশনা, যন্ত্রের মাঝেই স্থাপিত হতে থাকে। আজকের দিনের ফটো কপিয়ার, টিভি বা ভিসিআর কোনটাতেই টেক্সট নির্ভর নির্দেশনা নেই। আইকন বা চিত্র নির্ভর নির্দেশনা এসব যন্ত্রের প্রাণ শক্তিতে পরিণত হয়েছে। উইণ্ডোজ জন্ম নেয়, প্রধানতঃ সাধারণ ব্যবহারকারীকে লক্ষ্য রেখে। ডসকে বর্ণনির্ভরতা থেকে উদ্ধার করার পাশাপাশি এর সীমাবদ্ধতা থেকে পার্সোনাল কমপিউটারকে রক্ষা করার জন্যেও উইণ্ডোজ আসে। অনেকেই জানেন অরিজিনাল ডসে ৩২ বিট প্রসেসিং এর অদক্ষতা ছাড়াও ছিলো মেমোরী ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা। একটি কমন এপিআই ব্যবহার করতে না পারার জন্যে এপ্লিকেশন প্রোগ্রামগুলোকে তাদের নিজস্ব পথ ধরে এগুতে হয়েছে।

কমপিউটারের হার্ডওয়্যারের ক্ষমতা বাড়ার পরেও ডস সেই ক্ষমতা কাজে লাগানোর মতো এপ্লিকেশন তৈরী করার প্লাটফরম উপহার দিতে পারেনি। আসলে ৮০২৮৬ প্রসেসর ভিত্তিক এটি বাস এর পিসিই ছিলো ডসের জন্য সর্বশেষ হার্ডওয়্যার। ডস ৮০৩৮৬,

৮০৪৮৬, পেন্টিয়াম রিস্ক প্রসেসরের জন্য উপযুক্ত অপারেটিং সিস্টেম নয়। একটি ৮০৪৮৬ কমপিউটারে ডস ব্যবহার করে এমন কোন উচ্চমানের এপ্লিকেশন চালানো আসলেই সম্ভব নয়, যা সেই প্রসেসরের প্রকৃত ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে পারে। ব্যাপকভাবে গ্রাফিক্স ব্যবহার বা মাল্টিমিডিয়ার নতুন দিগন্তকে এক্সপ্লোর করার জন্য অনিবার্যভাবেই এমন একটি পিসি ডস প্লাটফরম এর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় যা ডস দিতে পারছিলো না। উইণ্ডোস সেই প্রয়োজনকে সামনে রেখে বাজারে আসে। কিন্তু এর ২.০ সংস্করণ এমন আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারেনি, যাতে ডস ব্যবহারকারীরা একটি নতুন পরিবেশের জন্য উল্লসিত হতে পারে। বস্তুতঃ উইণ্ডোজ ২.০ সংস্করণ বরং ডস ব্যবহারকারীদেরকে আরো বেশী করে ডসের দিকে ঝুঁকিয়ে দেয়। এই সময়েই ডস এর বদলে আইবিএম ও মাইক্রোসফট ও-এস-২ নামক একটি নতুন অপারেটিং সিস্টেম বাজারে ছাড়ে। আজ আমাদের দ্বিধাহীন চিত্তে স্বীকার করা উচিৎ যে ও-এস-২ ছিলো নতুন প্রজন্মের পিসি কমপিউটারের (ইনটেল প্রসেসরে তৈরী) জন্য উপযুক্ত অপারেটিং সিস্টেম। শুধু মাত্র ৩২ বিট প্রসেসিং নয় এর ক্ষমতা কার্যত রিস্ক প্রসেসর পর্যন্ত কাজে লাগাতে পারে। এর চমৎকার নেটওয়ার্কিং ক্যাপাবিলিটি পার্সোনাল কমপিউটারকে একই সাথে ডস-উইণ্ডোজ এর দক্ষতা দিয়েও ইউনিক্স এর কিছু ধার এনে দিয়েছে। কিন্তু পার্সোনাল কমপিউটারের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির পাশাপাশি মার্কেটিং যে অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার তা ও-এস-২ এর বাজার না পাওয়ায় পুনরায় প্রমাণিত হয়েছে। স্টিভ জবস এর ক্ষেত্রেও প্রায় একই ঘটনা ঘটলো। জবস এপল ছেড়ে গেলেন পেপসিকোলা থেকে আগত মেনেজমেন্ট ব্যক্তিত্ব জন স্কালির সাথে প্রযুক্তি বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করে।

নেক্সট নামক কোম্পানি তৈরী করে উচ্চ ক্ষমতাবান ইউনিক্সকে বর্ণনির্ভর ডস থেকে চিত্র নির্ভর ডসে রূপান্তর করলেন। তৈরী করলেন নেক্সটস্টেপ। যে কোন কমপিউটার বিশেষজ্ঞ মনে করেন, নেক্সটস্টেপ এর চেয়ে ক্ষমতাবান, চমৎকার ইউম্যান ইন্টারফেস সম্বলিত অপারেটিং সিস্টেম পার্সোনাল কমপিউটারের ইতিহাসে আর আসেনি। মেকিন্টোস বলুন, ডস বলুন, উইণ্ডোজ বলুন, ও-এস-২ বলুন বা ইউনিক্স বলুন, কোনটাই নেক্সটস্টেপ এর ধারে কাছেও নয়। কিন্তু স্টিভ (এমনকি আইবিএম) হেরে গেলেন, মাইক্রোসফট এর দানবীয় মার্কেটিং ক্ষমতার কাছে। যে উইণ্ডোজ এর ২.০ সংস্করণ দারুনভাবে হোচট খেলো, তারই ৩.০ সংস্করণ রাতারাতি দুনিয়া কাঁপিয়ে দিলো! উইণ্ডোজের বানের জলের মধ্যে খড়কুটোর মতো ভেসে গেলো কমপিউটার দানব আইবিএম এর ও-এস-২। আইবিএম সম্ভবতঃ তাদের ইতিহাসে সবচেয়ে বড়ো ভুল করে ঐ সময়ে যখন তারা ডস ছেড়ে ও-এস-২ তে ঝুঁকে পড়ে এবং তাদের পিসিকে পি-এস লাইনে নিয়ে যায়। মার্কেটিং ক্ষমতা ছাড়াও এর ফলে আরো একটি বিষয় সত্য বলে প্রমাণিত হলো যে, অতীতের সাথে যোগসূত্র কেটে ফেলে কোন অবস্থাতেই সফল হওয়া যায় না। আইবিএম এর ও-এস-২ এবং স্টিভ জবস এর নেক্সটস্টেপ প্রকল্প হলো তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আমি মনে করি, আইবিএম পিসি ডসের এক্সটেনশন হিসেবে এবং স্টিভ জবস মেকিন্টোসের এক্সটেনশন হিসেবে যদি ও-এস-২ এবং নেক্সটস্টেপ এর যাত্রা শুরু করতো তাহলে উইণ্ডোজ সফল হতে পারতো না। স্টিভ ভেবেছিলো, মেকিন্টোস অপারেটিং সিস্টেম ১৯৮৪ সালে যেমনি ডসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পেরেছিলো, তার বুঝি পুনরাবৃত্তি ঘটবে, নেক্সটস্টেপ এর ক্ষেত্রে। আইবিএম ভেবেছিলো, তার নিজের মাসল ক্ষমতা বুঝি মাইক্রোসফট এর চেয়ে বেশী।

ডসের জন্মদাতা মাইক্রোসফট কিন্তু সেই ভুলটি করেনি। করেনি একথা ঠিক নয়। তারাও প্রথমে ও-এস-২ তেই তাদের সকল প্রয়াস নিয়োজিত করেছিলো। কথা ছিলো, মাইক্রোসফট ডসের বিকল্প হিসেবে ও-এস-২ কে প্রতিষ্ঠিত করবে। আইবিএম এর আশীর্বাদ এবং মাইক্রোসফট এর মাসল মিলে যে ঘটনাটি ঘটানোর কথা, ও-এস-২ মুক্তি পাবার পর (এবং পি-এস-২ বাজারে আসার সাথে সাথে) এটি একটি ব্যর্থ অভ্যুত্থানে পরিণত হলো। মাইক্রোসফট বুঝতে পারলো যে, ও-এস-২ এর মাধ্যমে পিসি দুনিয়ার ক্ষমতার ভারসাম্য বদলের জন্যে আইবিএম এবং তাদের যৌথ প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে গেছে। মাইক্রোসফট এতোই প্রজ্ঞাবান যে, এমনকি ডস ভিত্তিক উইণ্ডোস ২.০ ব্যর্থ হলে, ও-এস-২ তে তাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ঢেলে দেবার পরও তারা ডস এবং উইণ্ডোস, উভয় ক্ষেত্রেই গবেষণা অব্যাহত রাখে। ডস এর ৫ এবং ৬ সংস্করণের প্রকাশ তাদের, বুদ্ধিদীপ্ত গবেষণার সাফল্যের প্রতীক। প্রকৃত প্রস্তাবে উইণ্ডোজের বিপ্লবী আহ্বান আসে এর ৩.০ সংস্করণ প্রকাশিত হবার পর।

প্রথমে এপল এর সাথে মামলা মোকদ্দমা সংক্রান্ত জটিলতা থাকা সত্ত্বেও উইণ্ডোজ ৩.০ এতো জনপ্রিয়তা লাভ করে যে, এখন বিশ্বের পার্সোনাল কমপিউটিং জগতে এটি এক যুগান্তকারী অধ্যায়। বর্তমানে বাজারজাতকৃত উইণ্ডোজ ৩.১ আরো অনেক উন্নত, ত্রুটিমুক্ত ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সমন্বিত এক অনন্য কমপিউটিং পরিবেশের প্রতিশ্রুতি।

উইণ্ডোজ-৩ আসলে কি ?

যারা ডস ব্যবহার করেন, এবং এই পরিবেশে যারা অভ্যস্ত, তারা অনেকেই মনে করেন, উইণ্ডোজ আসলে নবীশদের ব্যাপার। উইণ্ডোজ সফল হবার আগে এরা মেকিন্টোস ব্যবহারকারীদেরকে এ ধরনের খেতাব দিতেন। তারা এখনো ভাবেন, কমপিউটার মানে হচ্ছে, কী বোর্ড এর সাহায্যে ডস এপ্লিকেশন, তথা হার্ডওয়্যারের সাথে যোগাযোগ স্থাপন। কী বোর্ড ব্যবহার না করে কমপিউটারের সাথে সমন্বয় সাধনের ব্যাপারটা একজন ট্রাডিশনাল ব্যবহারকারীর কষ্টকল্পনার ব্যাপার। সুপার কমপিউটার থেকে পিসি পর্যন্ত কমপিউটার প্রফেশনালদের কাছে কী বোর্ড ব্যবহার করাটাই ঐতিহ্যগতভাবে চলে আসছে। তারা কমপিউটারের যে পরিবেশেই কাজ করুন না কেন, একজন প্রোগ্রামার কী বোর্ডে টেক্সট এন্ট্রি করতেই অভ্যস্ত। মূলতঃ টেক্সট বেসড প্রোগ্রামিং থেকেই এই অবস্থাটি চলে আসছে। ডস বস্তুত কমপিউটিং এর একটি পার্সোনাল সংস্করণ বলেই একই ব্যাপার এখানেও বহাল আছে। এ ব্যাপারটি ভালোই ছিলো, যখন কমপিউটিং একটি বিশেষ শ্রেণীর হাতে বন্দী ছিলো। যারা কমপিউটারের পেশাজীবি, তাদের জন্য ডসের মতো কীবোর্ডভিত্তিক একটি অপারেটিং সিস্টেম বোধগম্য কারণেই ভালো। কারণ দুটি হলো ঃ (এক) পেশাজীবিরা অধিকতর দক্ষতার সাথে কাজ করতে পারেন কারণ তারা এই পরিবেশে বিশেষজ্ঞ হয়ে যান। (দুই) সাধারণ ব্যবহারকারীদের সাথে এদের একটি দূরত্ব থেকে যায়। ফলে এরা নিজেদেরকে একটু বেশী জ্ঞানী ভাবতে পারেন।

কিন্তু আমরা যারা অন্য পেশায় থেকে কমপিউটার ব্যবহার করতে চাই—

উইণ্ডোজ হচ্ছে তাদের জন্য এমন একটি পরিবেশ, যেখানে ডস প্রম্পট আর কী বোর্ডকমাণ্ড মুখস্থ করে রাখতে হয় না। ভয়ে ভয়ে থাকতে হয় না, কখন সতর্কবাণী শুনবো, সিনটেক্স এরর হলো।

বলার অপেক্ষা রাখেনা, মেকিন্টোস অপারেটিং সিস্টেম হচ্ছে প্রথম স্বয়ংসম্পূর্ণ উইণ্ডোজ 'ডস' যার মধ্য দিয়ে আজকের মাইক্রোসফট উইণ্ডোজ জন্ম নিয়েছে। বস্তুত মাইক্রোসফট উইণ্ডোজ তৈরী করেছিলো, এপল এর সাথে মেকিন্টোস অপারেটিং সিস্টেমের গ্রাফিক্স ইউজার ইন্টারফেস ব্যবহার করার জন্যে সম্পাদিত এক চুক্তির আওতায় মেকিন্টোসের (ও এস এর গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস এর) অনেককিছুকে লাইসেন্সিং করে নিয়ে। এপল যে পরে উইণ্ডোজের বিরুদ্ধে মামলা করে, তাতে তারা মাইক্রোসফটের বিরুদ্ধে পূর্বে কৃত চুক্তির বরখেলাপ করার অভিযোগ করেছিলো। কিন্তু মামলায় এপল হেরে যায়। ফলে উইণ্ডোজ এখন সংকটমুক্ত, এক নতুন ডস উইণ্ডোইং কমপিউটিংকে জন্ম দিয়েছে।

টেকনিক্যালি উইণ্ডোজ হচ্ছে ডস এর একটি সম্প্রসারণ। মূল ডসকে ভিত্তি হিসেবে রেখে কমপিউটার ব্যবহারকারী ও ডস এর মাঝে বর্ণনির্ভর যে পরিবেশটি বিদ্যমান রয়েছে উইণ্ডোজ তাকে চিত্রনির্ভর করে দেয়। এই চিত্রনির্ভর পরিবেশটি এপ্লিকেশন প্রোগ্রাম ও ডস এর মাঝে এখন একটি যোগসূত্র (আমি বলি প্রলেপ) স্থাপন করে, যার ফলে ব্যবহারকারী পুরানো বর্ণ নির্ভর পরিবেশটি ভুলে যেতে পারে। উইণ্ডোজ এপ্লিকেশন প্রোগ্রামগুলোর জন্যও কিছু এপিআই ভিত্তি হিসেবে দাঁড় করায়। ফলে উইণ্ডোজ এর আওতাধীন সকল এপ্লিকেশন প্রোগ্রামই কতগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য ধারণ করতে পারে। এর ফলে ব্যবহারকারী প্রতিটি এপ্লিকেশনেরই শতকরা প্রায় ৬০ থেকে ৭০ ভাগ একইভাবে ব্যবহার করতে পারে। যেমন একটি ওয়ার্ড প্রসেসর বা ডাটাবেস ফাইল সংরক্ষণ, টেক্সট ও গ্রাফিক্স ফরমাটিং সহ অনেকগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য সহকারেই কাজ করে। ডস পরিবেশে যারা কাজ করেন, তারা এমনকি একই ধরনের কাজের জন্য বিভিন্ন এপ্লিকেশন ব্যবহার করতে গিয়ে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশের মুখোমুখি হন। ডসের ওয়ার্ড স্টার আর ওয়ার্ড পারফেক্ট একই কাজ করার জন্যে ভিন্ন ভিন্ন কমাণ্ড মেনু বা কী বোর্ড শর্ট কাট ব্যবহার করে কিন্তু উইণ্ডোজে এ ব্যাপারটি নেই।

বলতে গেলে, মেকিন্টোসই হচ্ছে প্রথম অপারেটিং সিস্টেম, যার মধ্যে উইণ্ডোজের এই বৈশিষ্ট্যগুলো শুরু থেকেই বিদ্যমান রয়েছে।

উইণ্ডোজ ম্যাক এর পরিবেশকে প্রায় একই রকমভাবে উপস্থাপন করেছে। মেকিন্টোসে ব্যবহারকারী যাতে ফাইল ম্যানেজমেন্ট সহজে করতে পারে, তার জন্য ফাইণ্ডার নামক একটি এপ্লিকেশনের সাথে অলক্ষ্যে পরিচিত হয়। উইণ্ডোজে ফাইল ম্যানেজার-প্রোগ্রাম ম্যানেজার এসব কাজ করে থাকে। মেকিন্টোস ও-এস এর যে রিসোর্সগুলো মেকিন্টোসে গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস বা হিউম্যান ইন্টারফেস তৈরী করে, সেগুলোকে ম্যানেজার নামে আখ্যায়িত করা হয়। উইণ্ডোজেও তাই। তবে ম্যাকে এই ম্যানেজারগুলো থাকে অনেক পরোক্ষে- উইণ্ডোজে থাকে প্রত্যক্ষে। একজন ব্যবহারকারী রেস এডিট দিয়ে মেকিন্টোসের সিস্টেম ফাইল না খোলা পর্যন্ত এসব রিসোর্স-ম্যানেজারকে দেখতে পাবেন না। কিন্তু উইণ্ডোজে সিস্টেম ফোল্ডার খুলে এই ম্যানেজারগুলোকে পাওয়া যেতে পারে। এর ফলে যে কমপিউটিং-এর ক্ষেত্রে ব্যবহারকারী কোন রকমফের পেয়ে থাকেন, তা নয়।

মেকিন্টোসের মতোই উইণ্ডোজে কিছু ডেস্ক এক্সেসরি থাকে এবং উইণ্ডোজ বস্তুত ম্যাকের ফাইণ্ডার পরিবেশটি সহ মাউস-কী বোর্ড-প্রিন্টার-মনিটর ইত্যাদি সব কিছুর সাথে ব্যবহারকারীর যোগাযোগকে বর্ণনির্ভর থেকে চিত্রনির্ভর করে দেয়। মেকিন্টোসে ব্যবহারকারী যাতে চিত্র নির্ভর পরিবেশে খুব সহজে কাজ করতে পারে

তার জন্যে তার সামনে মেনু, কমাণ্ড ও ডায়লগ বক্স পেয়ে থাকে। উইণ্ডোজ ঠিক সেই পরিবেশটি ব্যবহারকারীকে অবিকল প্রদান করে। আমি মেকিন্টোসের ওয়ার্ড, পেজমেকার, এক্সেল-এর নিয়মিত ব্যবহারকারী। উইণ্ডোজ পরিবেশে সেই একই সফটওয়্যার ব্যবহার করতে গিয়ে দেখেছি, ম্যাকের এক বোতামের মাউসের বদলে তিন বোতামের মাউস পাওয়া ছাড়া উইণ্ডোজে আর কোন পার্থক্য তেমন নেই। আগে যদিও কিছুটা ছিলো, ইদানিংকালে তা আর নেই-ই। তবে একথা অবশ্যই ঠিক যে, ম্যাক ও, এস এ হিউম্যান ইন্টারফেস যতোটা দৃঢ়, উইণ্ডোজে এখনো তা ততোটা দৃঢ় হয়নি। উইণ্ডোজ এবং ম্যাক উভয় পরিবেশে যারা প্রোগ্রামিং করেছেন, তাদের মতে মেকিন্টোস এর এপিআই এর অনেক কিছু কমন, উইণ্ডোজে এখনো ততোটা নয়। কিন্তু ডস ব্যবহারকারীদের জন্য তাতে তেমন কোন অসুবিধা হবার কথা নয়। বরং উইণ্ডোজ পরিবেশে এলে সাধারণ ডস ব্যবহারকারীদের কাছে মনে হবে, যেন এক বিভীষিকার জগতের সমাপ্তি হলো।

ইউণ্ডোজ ও বাংলাদেশ

আমাদের দেশের পার্সোনাল কমপিউটার জগত বস্তুত দুইটি অপারেটিং সিস্টেমের মাঝেই সীমিত। ডস ও ম্যাক এই দুইটি ওএস-এর বাইরে (বিসিসি'র আজিজুর রহমান সাহেবের আমলে) কমপিউটার কাউন্সিল প্রদত্ত সুপারিশে অনেক ক্ষেত্রেই ইউনিক্স নির্ভর কিছু সিস্টেম এখানে চালু হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে আমি ইউনিক্স এর অনেক বেশী কমপিউটিং ক্ষমতা স্বীকার করলেও আমাদের দেশের জন্য একে আদর্শ অপারেটিং সিস্টেম মনে করিনা। ইউনিক্স একটি টেক্সট বেসড সিস্টেম। ইদানিং ইউনিক্স-এর টেক্সট বেসড ব্যাপারটারও অবশ্য শেষ হতে চলেছে। মেকিন্টোস এর এইউএক্স ৩.০.১ যখন সিস্টেম ৭.০ এর আওতায় চলে তখন তাকে চমৎকার মনে হয়।

ইউনিক্স বেসড নেক্সটস্টেপ একটি অতি চমৎকার চিত্রনির্ভর অপারেটিং সিস্টেম। কিন্তু ইউনিক্স যে হার্ডওয়্যার চায় তা আমাদের মতো অনুন্নত দেশে পেতে অনেক সময় লাগবে। ইউনিক্সে সাধারণ সফটওয়্যারেরও দারুন আকাল। ম্যাক বা উইণ্ডোজে যেসব সফটওয়্যার রয়েছে তা ইউনিক্সে আদৌ কখনো পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ রয়েছে। সাধারণ ব্যবহারকারীর পক্ষে সাধারণ পিসির ইউনিক্স পরিবেশে কাজ করা সহজ নয়। ব্যবহারকারীর কাছে ডস এবং ইউনিক্সের ইন্টারফেসে কোন পার্থক্য নেই। পার্থক্য আছে ক্ষমতার। বরং এতোদিন পর্যন্ত ৩২ বিটে, নেটওয়ার্কিং ও ইউজার ইন্টারফেস সম্পন্ন মেকিন্টোসকেই (এ-ইউ-এক্স) ইউনিক্স এর বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করা গেছে। মেকিন্টোসের নিজস্ব ও এস এর আওতায়ই (ইউনিক্স ছাড়া) এপলটক নেটওয়ার্কিং, এপল শেয়ার, রিমোট এক্সেস, টীমবুকটু ইত্যাদি সফটওয়্যার রয়েছে বলে খুব সহজেই ম্যাকে একটি ল্যান স্থাপন করা সম্ভব। ম্যাকে বাড়তি সুবিধা হিসেবে রয়েছে হার্ডওয়্যারে বিল্টইন নেটওয়ার্কিং। আমাদের দেশে কমপিউটিং এতো ব্যাপক পর্যায়ে এখনো পৌঁছেনি যে, সাধারণ ল্যান বা ওয়ান এ আমাদের চলে না। পিসিতে ল্যান বিল্টইন নয় বলে নভেল বা অনান্য ও, এস এর সাহায্য নিতে হয়। কমপিউটারে বসাতে হয় ল্যান কার্ড।

উইণ্ডোজ এন-টি ল্যান ক্ষমতাসম্পন্ন হচ্ছে বলে অন্তত নভেল ও এস এর উৎপাত থেকে বাঁচা গেলেও যেতে পারে। এনটির আওতায় হার্ডওয়্যারকেই যদি ল্যান ক্ষমতাসম্পন্ন রাখা হয়, যেমনটি মেকিন্টোসে রয়েছে, তবে সাধারণ পিসি একটি চমৎকার নেটওয়ার্কিং কাজে ব্যবহৃত হতে পারে। ম্যাকের অনেক মডেলে এখন ইথারনেট বিল্ট ইন থাকে। এপল এর প্রো ৬৩০তে ও ইথার নেট বিল্ট ইন থাকে। ফলে একটু দামে বেশী হলেও নেটওয়ার্কিংয়ে ম্যাকের অবস্থান ভালো।

কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্যাপক ইউজারবেস এর কারণে আজকের দিনে পার্সোনাল কমপিউটিং এর ক্ষেত্রে উইণ্ডোজকে বাদ দিয়ে চিন্তা করা ঠিক হবে না। পিসি হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যারের স্বল্পমূল্যের জন্যে হলেও অনুন্নত দেশের আমরা, উইণ্ডোজের সাহায্যে কমপিউটারের একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরী করতে পারি। মেকিন্টোস যদি তাদের এন্ট্রি লেভেলের মডেলে পিসির সাথে বাজারমূল্যের সমতা রাখতে না পারে, তাহলে উইণ্ডোজ বাংলাদেশে কমপিউটিংয়ের আসল ক্ষমতা দেখাবেই।

উইণ্ডোজ ও বাংলা

আমাদের দেশে পিসিতে বাংলা একটি প্রধান ঘটনা হয়ে দেখা দিয়েছে অন্ততঃ ৮৭ সাল থেকেই। আমার জানা মতে অন্ততঃ হাজার খানেক ব্যবহারকারী আবহ, বর্ণ ও অনির্বাণ নামক তিনটি বাংলা সফটওয়্যার ব্যবহার করে পিসিতে তাদের বাংলা ব্যবহারের ক্ষুধা নিবারণ করে আসছেন। এসব ডেডিকেটেড সফটওয়্যার বাংলা ভাষার মূল সৌন্দর্য্যকে ধারণ করে এখনো মুদ্রণ মান উপযোগী বাংলা হরফ উপহার দিতে পারেনি। পিসিতে বাংলা পোষ্টস্ক্রিপ্ট-ট্রু টাইপ ফন্টের অভাব দীর্ঘ দিনের।

সম্প্রতি আমরা উইণ্ডোজে বাংলা সমস্যার একটি চমৎকার সমাধান দিতে সক্ষম হয়েছি। ১৯৮৭-৮৮ সাল থেকে আমরা মেকিন্টোসে যে প্রযুক্তি দিয়ে আসছি ১৯৯৩ সালের ২৬শে মার্চ থেকে তা পিসিতে দেয়া হয়েছে। ঢাকার একটি পিসি বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান পিসিতে এমন একটি সফটওয়্যারের ঘোষণা দিয়ে কিছু কিছু নমুনা প্রদর্শন করলেও এখনো পর্যন্ত 'বিজয়'ই হচ্ছে ব্যবহারকারীর হাতে পৌঁছানো প্রথম বাংলা সফটওয়্যার যা পিসির উইণ্ডোজে দিয়েছে ম্যাকের স্বাধীনতা। উইণ্ডোজ এদিক থেকে ইউনিক্স থেকেও এগিয়ে রয়েছে। এখনো পর্যন্ত ইউনিক্সে কেউ বাংলা ভাষা প্রচলনের জন্য কাজ করছেন বলে আমি জানিনা। বর্তমানে প্রচলিত ইউনিক্সে এই কাজটি (সঠিকভাবে বাংলা লেখা) প্রায় দুরূহ। আমরা আশা করছি, উইণ্ডোজ এন-টিতেও আমরা বাংলা সরবরাহ করতে পারবো। আর এর ফলে উইণ্ডোজ এর বাংলা ভিত্তি আরো দৃঢ় হবে।

কেউ কেউ আমাকে প্রশ্ন করেছেন, বাংলার ক্ষেত্রে ম্যাক ও উইণ্ডোজের পার্থক্য কি থাকলো? এই মুহূর্তে ম্যাকের কিছু অতিরিক্ত ফন্টের সুবিধা ছাড়াও রয়েছে ডাবল ফন্ট ফাইল (বিজয়-২) ব্যবহার করার সুবিধা। মেকিন্টোসে এই সুবিধাটি আরকটু বেড়ে যাবে, যখন এপল কুইকড্র জি এক্স বাজারে ছাড়বে। কুইকড্র জিএক্স-এর আওতাধীন লাইন লে আউট ম্যানেজার বাংলার হরফসমূহকে বিভিন্ন অবস্থানে বিভিন্ন গঠনে, বিভিন্ন প্রকৃতিতে উপস্থাপন করবে। কুইকড্র জিএক্স গ্রাফিক্স-এর ক্ষেত্রেও অনেক নতুন সম্ভাবনাকে উপস্থাপিত করছে। ফলে আমি উইণ্ডোজ এন-টি এবং তার আওতাধীন এপ্লিকেশনসমূহের কার্য ক্ষমতা না দেখে উইণ্ডোজকে বাংলা (বা অন্য কোন ভাষার) ক্ষেত্রে ম্যাকের চাইতে ভালো বলবো না। যদিও উইণ্ডোজ ইউনিকোড সমর্থন করছে এবং আগামী দিনে ম্যাকেরও কোডিং সেভাবেই হচ্ছে তবুও কুইকড্র জিএক্স-এর যে কার্যক্ষমতা আমি দেখেছি (প্রকাশ পূর্ব একটি সংস্করণ দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে) তাতে বাংলার জন্য আমি মেকিন্টোসকেই সেরা প্লাটফরম বিবেচনা করছি।

কিন্তু উইণ্ডোজের জনপ্রিয়তার কারণে এবং বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে কমপিউটারে বাংলা ব্যবহারের স্বাধীনতাকে পৌঁছে দেবার স্বার্থে আমি দৃঢ়ভাবে উইণ্ডোজে বাংলা ব্যবহারকে উৎসাহিত করার উদ্যোগ নিয়েছি। ভবিষ্যতে আমরা উইণ্ডোজে যতোটা সম্ভব বাংলা ভাষার উৎকর্ষতা বজায় রাখবো।

আমরা উইণ্ডোজে বাংলা প্রচলনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপই গ্রহণ করে চলেছি। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি পিসিতে বাংলা ব্যবহার করতে গিয়ে যারা দীর্ঘদিন খাবি খাচ্ছিলেন, আমাদের বিজয় তাদের জন্য স্বাধীনতার স্বাদ এনে দিয়েছে। আমাদের সুপ্রতিষ্ঠিত বাংলা পোষ্টস্ক্রিপ্ট ফন্টসমূহ পিসিতে বাংলা ব্যবহারের মানকে এতো উন্নত করতে সক্ষম হয়েছে যে, আমি আমাদের টীম ওয়ার্কের সাফল্যের ফলাফলে নিজেকে তৃপ্ত মনে করছি।

উইণ্ডোজ এর ভবিষ্যৎ

উইণ্ডোজ যে সফল হয়েছে তা আজ প্রশ্নাতীত। আমাদের দেশে এখনো যারা ওয়ার্ডষ্টার, লোটাস, ডিবেস এবং ডসের সাহায্যে কমপিউটিং করছেন বা কমপিউটারায়ন করছেন কিংবা যারা ইউনিক্স-ওরাকলের শেকলে নিজেদেরকে বন্দী করে খুশী হচ্ছেন, তারা দয়া করে বিশ্ব বাস্তবতার দিকে তাকান। আজ সারা দুনিয়ায় ৮০২৮৬ প্রসেসরে কোন কমপিউটার তৈরী হয় না। আমি সিঙ্গাপুরের সিমলিম স্কোয়ারে এমনকি ৮০৩৮৬ এসএক্স বিক্রেতা ২-১ জনের বেশী (এপ্রিল ৯৩ তে) পাইনি। এক সময়ে যেসব দোকানে ডসের সফটওয়্যার-বই ঠাসাঠাসি করে থাকতো, সেখানে শতকরা ৯৯টি সফটওয়্যার ও বই এখন উইণ্ডোজ নির্ভর হয়ে গেছে।

এক সময়ে শুধু মেকিন্টোসের জন্য প্রণীত সফটওয়্যারগুলোও বৃহৎ বাজারের আশায় উইণ্ডোজ সংস্করণ (কোয়ার্ক এর এক্সপ্রেস, এডবি'র ফটোশপ, ডেনেবার ক্যানভাস ইত্যাদি) উইণ্ডোজে পাওয়া যাচ্ছে।

প্রকৃতপক্ষে মাইক্রোসফট এর বাজারজাতকরণের পেশী শক্তি, আজ উইণ্ডোজকে পার্সোনাল কমপিউটিং এর দানব শক্তিতে পরিণত করেছে। অবশ্য এই সুবাদে অরিজিনাল গ্রাফিক্স ইউজার ইন্টারফেস হিসেবে জন্ম নেয়া মেকিন্টোসেরও প্রসার ঘটছে। উইণ্ডোজের জনপ্রিয়তা প্রমাণ করেছে, মেকিন্টোস অন্ততঃ ৭-৮ বছর আগেই আজকের দিনের কমপিউটিং চাহিদা পরিমাপ করতে পেরেছিলো। মাত্র কদিন আগে ঘোষণা করা হলো যে পিসির কোরেল ড্র উইণ্ডোজ সংস্করণ প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হয়নি, তারা মেকিন্টোস সংস্করণও প্রকাশ করতে যাচ্ছে। এপল নিজে উইণ্ডোজের জন্য কুইক টাইম প্রকাশ করেছে। অনেক আগেই তারা ট্রু-টাইপ প্রযুক্তি উইণ্ডোজকে দিয়েছে। এপলের সাবসিডিয়ারি ক্লারিস তাদের ফাইলমেকার প্রো-এর উইণ্ডোজ সংস্করণ প্রকাশ করেছে। এপলের প্রো সিরিজের লেসাররাইটার, এনটিআর, সিরিজ ৩১০ লেসাররাইটার এবং ওয়ান স্ক্যানার শুধু মেকিন্টোস নয়, উইণ্ডোজেও চলে। এসব ঘটনার অন্তর্নিহিত সত্যটি হলো যে, ম্যাক এবং উইণ্ডোজের ফারাক কমছে। যদিও ক্রমশঃ ম্যাক ও উইণ্ডোজের ফারাক কমছে, আমার বিশ্বাস, আগামী দিনের ডসের দিক নির্দেশনা প্রাপ্তি মাইক্রোসফটের উইণ্ডোজ এনটি এবং এপল-আইবিএম-এর পাওয়ার ওপেন-এর যুদ্ধের উপরই নির্ভর করবে।

তবে আপাততঃ যারা ম্যাক বা ডস ব্যবহার করছেন, তাদের জন্য সময় এসেছে, উইণ্ডোজের দিকে ভালোভাবে তাকানোর। ম্যাক ব্যবহারকারীরা উইণ্ডোজ দেখে অবাক হতে পারেন। পুলকিতও হতে পারেন। ভাবতে পারেন, এতোদিনে পার্সোনাল কমপিউটিং সেই পথে এলো, যে পথে আপনি অনেক আগে থেকেই রয়েছেন। ডস ব্যবহারকারীরা অবশ্য উইণ্ডোসকে অন্যভাবেনিতে পারেন। কিন্তু তারা অবিলম্বে যদি উইণ্ডোজ এর দুয়ারে পা না দেন সম্ভবতঃ তাহলে তারা একটি বিরাট ভুল করবেন। এতোদিনে ম্যাকের দিকে না তাকিয়ে (খেলনা ভেবে) যে ক্ষতিটা হয়তো (হয়তো হয়েছে। ডস জানতে, বোঝাতে যে সময় বাড়তি দেয়া হলো, তার কি মূল্য কম? এটাকি একটি কথার কথা হলো যে, ডস প্রম্পট শিখলাম আর সিনটেক্স কেবল ঠিক হতে থাকলো, আর এখনি মেকিন্টোসের মতো করে কমপিউটিং করতে হবে!) হয়নি, উইণ্ডোজের দিকে এখনসেই দৃষ্টি না আনলে এই শতাব্দীর শেষ গাড়ী প্লাটফরম ছেড়ে চলে যাবে।

মেকিন্টোস ব্যবহারকারী হিসেবে অবশ্য আমি নিজেকে বেশ তৃপ্ত ভাবছি। কারণ আজ যারা উইণ্ডোজে যাচ্ছেন—যে সফটওয়্যারগুলো তারা ব্যবহার করবেন— ম্যাক ব্যবহারকারীরা তার সাথে অন্ততঃ ৭-৮ বছর ধরে পরিচিত। প্রিয় মাউসের ব্যাপারতো আছেই। একথাতো বলাই যায়, আমরা জানতাম, তোমরা একদিন আমাদের ঘরে আসবে। পরিচিত পরিবেশে বসবাস করার বাড়তি সুবিধাটি পাবার জন্যই নিজেকে ভাগ্যবান ভাবা উচিৎ। নয় কি?

উইণ্ডোজে কমপিউটিং দরকার?

যে কারণেই হোক, আমাদের দেশে উইণ্ডোজ এখনো খুব জনপ্রিয় হয়নি। পত্র-পত্রিকায় এখনো পিসি কমপিউটার বিক্রির-প্রশিক্ষণের যেসব বিজ্ঞাপন দেখি তাতে উইণ্ডোজ দেখি না। এখনো প্রশিক্ষণের বিজ্ঞাপনে ডস-লোটাস-ওয়ার্ডস্টার-ডিবেস এর নাম দেখি। এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, বাংলাদেশে এখনো উইণ্ডোজের ফুল ফুটেনি। আমরা যারা কমপিউটার বিক্রেতা তারাও বোধ হয় এই ফুলবন্ত গাছটির গোড়ায় পানি দিচ্ছি না। কিন্তু মরুভূমির বালিতে মুখ লুকিয়ে রাখলেই কি, সারা পৃথিবী আমাকে দেখবে না?

যেসব ডস ব্যবহ্যরকারী এখনই উইণ্ডোজে যেতে চান, তাদের জন্য সামান্য কিছু টিপস দেয়া হলো।

(১) উইণ্ডোজ ৮০২৮৬ প্রসেসরের পিসিতে চলে। তবে ৮০২৮৬ প্রসেসরে উইণ্ডোজ চালাতে হলে এতে ৪ মেগাবাইট র‍্যাম এবং ভিজিএ মনিটর যেন থাকে। তত্ত্বগতভাবে ২ মেগা র‍্যামে উইণ্ডোজ চলার কথা। কিন্তু উইণ্ডোজের সাথে এটিএম ইত্যাদি চালাতে হলে বা পেজমেকার ৫.০, ফটোশপ ইত্যাদি চালাতে হলে ৮০২৮৬ যথেষ্ট নয়। ব্যাপারটি ম্যাক প্লাসে সিস্টেম ৭.০ চলার মতো। তাত্ত্বিকভাবে ম্যাক প্লাসে ২ মেগাবাইট র‍্যাম থাকলে সিস্টেম ৭.০ চলবে বাস্তবে কিন্তু তা হয় না। সিস্টেম ৭.০.২ মেগাবাইট র‍্যামসহ ম্যাক প্লাসে চলে, তবে ভালোভাবে সিস্টেম ৭.০ ব্যবহার করতে হলে ৪ মেগা র‍্যামসহ ৬৮০৩০ প্রসেসরের মেকিন্টোস কমপিউটার ব্যবহার করা উচিৎ।

সুতরাং উইণ্ডোজের জন্য আমরা ৮০৩৮৬ প্রসেসর, ২৫ মেগাহার্টজ স্পীড, ৪ মেগাবাইট র‍্যাম, মাউস এবং অন্ততঃ ৪০ মেগাবাইটের একটি হার্ড ডিস্ক ব্যবহার করার পরামর্শ দিচ্ছি।

(২) উইণ্ডোজ এর জন্যও ডস দরকার হয়। ডস এর ৬.০ সংস্করণ এখন পাওয়া যায়। প্রথমে ডস ইন্সটল করতে হবে। এর পর উইণ্ডোজ ইন্সটল করতে হবে। উইণ্ডোজের ৩.১ সংস্করণ এখন বাজারে পাওয়া যাচ্ছে।

(৩) উইণ্ডোজে এমন পরিবেশ তৈরী করা সম্ভব যাতে মেকিন্টোসের সাথে এর সম্পূর্ণ মিল থাকতে পারে।

(৪) যেসব প্রোগ্রাম এতোদিন ডসের আওতায় চলেছে তার উইণ্ডোজ সংস্করণ এখন বাজারে পাওয়া যায়। এমনকি বাংলাদেশেও এসবের কপি যাওয়া যায়।

এসব সফটওয়্যারের ডস ফাইলগুলো উইণ্ডোজ এপ্লিকেশনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। ফলে ডসে যার যতো কাজই করা থাকুক না কেন, উইণ্ডোজে গেলে আকে কোন কিছু স্পেক্রিফাইস করতে হবে না। কারো যদি ডসে ওয়ার্ড স্টার, ওয়ার্ড পারফেক্ট, ডিবেস, লোটাসে কোন কাজ করা থাকে, তবে তার সে কাজ বা প্রোগ্রামগুলো উইণ্ডোজে নিতে কোন অসুবিধাই হবে না। প্রোগ্রাম বা ফাইলগুলো প্রায় সব ক্ষেত্রেই সরাসরি কাজে লাগানো যাবে।

(৫) উইণ্ডোজে কাজ করার জন্য মাউস ব্যবহার করা অনেক সুবিধার। তাই কমপিউটার কেনার সময় মাউস কিনতে ভুলবেন না।

(৬) উইণ্ডোজে যদি এমন প্রোগ্রাম পাওয়া যায়, যাতে এর আগে কোনদিন আপনি কাজ করেননি, তাতে ভয় পাবার কিছু নেই। আপনি যদি অন্তত একটি উইণ্ডোজ প্রোগ্রামে কাজ করতে অভ্যস্ত হয়ে থাকেন, তবে অবশ্যই নতুন প্রোগ্রামে কাজ করতে আপনাকে তেমন নতুন কিছু শিখতে হবে না। এমনকি আপনি যদি কোনদিন মেকিন্টোসের কোন প্রোগ্রামে কাজ করে থাকেন তবে উইণ্ডোজ আপনার জন্য অত্যন্ত সহজ ব্যাপার।

পরিশেষে একটি কথা আমি বলতে চাই, কমপিউটারে পুরানো প্রযুক্তি ব্যবহার করা উচিৎ নয়। উইণ্ডোজ সর্বশেষ নতুন প্রযুক্তি বলেই এর ব্যবহার যতো দ্রুত সম্ভব করা উচিৎ।

১৭ এপ্রিল ১৯৯৩ লিখিত ও ১৯ এপ্রিল ১৯৯৩ তারিখে সর্বশেষ সম্পাদিত ◆

GET BOTH

Attractive Price & Service

intec
Personal Computer

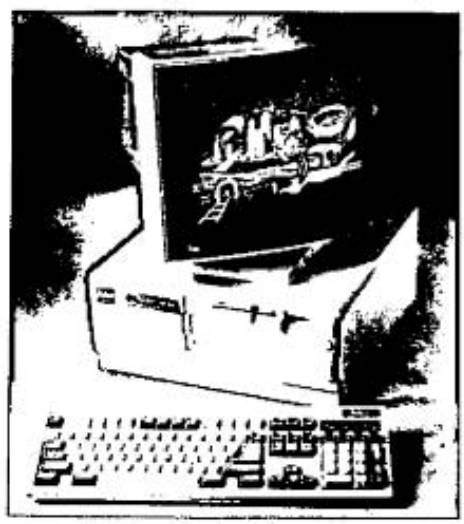

386-33, 2FDD 80 MB HDD Minitower
SVGA Colour Monitor Tk. 61,000/=

386-33, 2 FDD, 80 MB HDD
SVGA Colour Monitor Tk. 59,000/=

Available stock :

* 486-33DX, 2 FDD, 120 MB HDD, Mediumtower, SVGA.
* 386-25, 2 FDD, 40 MB HDD, SVGA Colour Monitor.
* 386-25, 1 FDD, 40 MB HDD, VGA Monitor.
* 286-16, 2 FDD, 40 MB HDD, SVGA Colour Monitor.
* Hard disk, 40 MB, 80 MB, 120 MB.
* 14" SVGA Colour Monitor.
* Citizen Printer, 9 Pin, 24 Pin

Sole Agent : **Desh Trading**
Salateen House
131 Motijheel C/A, Dhaka-1000
Phone : 250089, 248412.